৩৮-৩৯তম সংখ্যা | জুলাই-ডিসেম্বর | ২০২০

ত্রৈমাসিক

আমিক বার্তা

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের হেল্থ সেক্টরের মুখপত্র

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিশেষ স্বীকৃতি পেল ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

হেলথ সেক্টর, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদের হাতে পুরষ্কার তুলে দেন সংস্থার বাংলাদেশ রিপ্রেজেন্টেটিভ ডা. বারদান জাং রানা

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিশেষ স্বীকৃতি পেল ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনকে বাংলাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণে অনন্য অবদানের জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিশেষ স্বীকৃতি পুরষ্কার হস্তান্তর করা হয়েছে। ২৬ জুলাই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বাংলাদেশ কার্যালয়ে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদের হাতে পুরষ্কার তুলে দেন সংস্থার বাংলাদেশ রিপ্রেজেন্টেটিভ ডা. বারদান জাং রানা। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বাংলাদেশের ন্যাশনাল প্রফেশনাল অফিসার ডা. সৈয়দ মাহফুজুল হক, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বাংলাদেশ টিম এসিস্ট্যান্স (এনসিডি) সুরাইয়া আকতার, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সংস্থার সহকারি পরিচালক ও প্রকল্প সমন্বয়কারী (তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প) মোঃ মোখলেছুর রহমান এবং স্বাস্থ্য সেক্টরের সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার শারমিন রহমান।

ধূমপানমুক্ত পাবলিক পরিবহন গঠনে পাবলিক পরিবহন কর্তৃপক্ষকে অনুরোধপত্র ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের

জনস্বাস্থ্য রক্ষা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা তামাকমুক্ত বাংলাদেশ ২০৪০ বাস্তবায়ন ও কোভিড-১৯ এর সার্বিক বিষয়টি বিবেচনা করে ২১ ডিসেম্বর ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এর প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ শরীফ আহমেদ, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনটি সঠিকভাবে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহনের জন্য বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন, বাংলাদেশ ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট অথরিটি, বাংলাদেশ রেলওয়ে এবং ঢাকা পরিবহণ মালিক সমিতি কর্তৃপক্ষকে অবকরে একটি অনুরোধপত্র প্রদান করেন। চিঠিতে জনসমাগমপূর্ণ স্থান ও গণপরিবহণে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের বিষয়টিতে গুরত্বরোপ করা হয়। উল্লেখ্য, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত তামাক নিয়ন্ত্রণ কাযক্রমে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন সহযোগিতা প্রদান করে আসছে।

"ধূমপানমুক্ত সাইনেজ না থাকলে পাবলিক পরিবহনের ফিটনেস প্রদান নিষিদ্ধ"-বিআরটিএ কর্তৃপক্ষ

৭ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আয়োজিত ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস (সিটিএফকে) এর সহযোগিতায় বিআরটিএর সদর কার্যালয় সম্মেলন কক্ষে "পাবলিক পরিবহনে তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার সংক্রান্ত বেইজলাইন সার্ভের প্রতিবেদন প্রকাশ ও করণীয়" শীর্ষক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিআরটিএ'র চেয়ারম্যান ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব নুর মোহাম্মদ মজুমদার।

ই-সিগারেট নিষিদ্ধকরণে গণমাধ্যমের করনীয়

বিভিন্ন গবেষণায় প্রমানিত স্বাস্থ্যের উপর ই-সিগারেট অন্যান্য তামাকজাত দ্রব্য থেকেও আরো বেশি ক্ষতিকর। ৫ জুলাই ঢাকা

সম্পাদকীয়

নব্বই দশকে বিশ্বব্যাপী মাদক সমস্যা যখন প্রকট আকার ধারণ করছে সেই সময়ে ১৯৯০ সালে তামাক, এইডস ও মাদকের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে আহ্ছানিয়া মিশন মাদকতা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি (আমিক) এর যাত্রা শুরু হয়। প্রথম পর্যায়ে তামাক, এইডস ও মাদকের বিরুদ্ধে সমাজের সকল পর্যায়ের গণসচেতনতা সৃষ্টিতে দেশব্যাপী বিভিন্ন নেটওর্য়াক গঠনের মাধ্যমে এর কার্যক্রম পরিচালনা করা হতো। বর্তমানে আমিক ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের প্রতিনিধিত্ব করছে। এ বছর আমিক ৩০ বছরে পর্দাপন করেছে এই দীর্ঘ সময়ের যাত্রায় আমিকের কার্যক্রমের পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে। আমিকের কার্যক্রম শুধুমাত্র মাদক, এইডস ও তামাকের মাঝে সীমাবদ্ধ নেই, বর্তমানে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা, সংক্রামক রোগের প্রতিরোধমূলক এবং নিরাময়মূলক সেবা, মাদকাসক্তি রোগের চিকিৎসা, প্রতিরোধ এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি, অসংক্রামক রোগের (এনসিডি) প্রতিরোধ ও চিকিৎসা, মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক চিকিৎসা ও সচেতনতামূলক কর্মসূচী। আমিকের মাদকবিরোধী কার্যক্রমের আওতায় বর্তমানে মাদক নির্ভরশীল পুরুষ ও নারীদের জন্য চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, কারাবন্দী মাদক নির্ভরশীলদের পুনর্বাসনে কারাগারে কারাবন্দীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, রাজশাহী ও নাটোর জেলায় মাদকবিরোধী গণসচেতনতামূলক প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন, চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিতদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা, গবেষণা কার্যক্রমসহ বাস্তবায়নসহ, বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কের সদস্য হিসেবে সংযুক্ত আছে। আমিকের প্রতিটি কর্মসূচিতেই সিভিল সোসাইটির নেটওয়ার্ক, গণমাধ্যমের সাথে সমন্বয়, জাতীয় ও স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি ও নীতিনির্ধারকদের সাথে এডভোকেসি করা সহ জাতীয় ইস্যুতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন তৈরি ও বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন জাতীয় মাদকবিরোধী কমিটির সদস্য। বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইস্যুতে তামাক ও মাদকবিরোধী সমস্যায় এডভোকেসি করে থাকে। এই সমস্ত কার্যক্রমে প্রতিনিয়ত অবদানের স্বীকৃতি স্বরুপ ও অসামান্য অবদানের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরুস্কারে ভূষিত হয়েছে। এভাবে সমাজের মানুষের কল্যাণে আমিকের পথচলা চলমান রয়েছে ও ভবিষৎতেও থাকবে আর এই যাত্রায় আপনারা থাকবেন আমাদের সাথে এই প্রত্যাশা।

ত্রৈমাসিক আমিকবার্তা

১১তম বর্ষ
৩৮-৩৯তম সংখ্যা
জুলাই- ডিসেম্বর, ২০২০

সম্পাদক
কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
ইকবাল মাসুদ

সম্পাদকীয় পরিষদ
রেজাউর রহমান রিজভী
আঁখি খাতুন

কম্পিউটার গ্রাফিক্স
এটিএম. ফরহাদ পিন্টু

আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টর কর্তৃক আয়োজিত একটি অনলাইন ভিত্তিক লাইভ, করোনা সংলাপ পর্ব-১৯, "ই-সিগারেট নিষিদ্ধকরণে গণমাধ্যমের করনীয়" শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়। অনুষ্ঠানে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক মীর মাসরুর জামান, সিনিয়র বার্তা সম্পাদক, চ্যানেল আই, ডা. ফাহিম আহমাদ, প্রিভেন্টটিভ মেডিসিন ও ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞ এবং নিবার্হী সম্পাদক স্বাস্থ্য টিভি ও সম্পাদক স্বাস্থ্য পাতা দৈনিক যুগান্তর। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন শারমিন রহমান, সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টর।

রাজধানীর রেস্তোরাঁগুলো মানছে না তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন

গত ১১ জুলাই বাংলাদেশ রেস্তোরাঁ মালিক সমিতি ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের যৌথ উদ্যোগে "ঢাকা শহরের রেস্তোরাঁয় আইন বাস্তবায়নের চিত্র পর্যবেক্ষণ জরিপের ফলাফল ও ভবিষ্যত করণীয়" শীর্ষক এক অনলাইন আলোচনা সভায় জরিপের ফলাফলে বলা হয় রাজধানীর প্রায় শতভাগ রেস্তোরাঁ মানছে না তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন। ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ অনুযায়ী রেস্তোরাঁ পাবলিক প্লেস এবং এই আইন অনুযায়ী রেস্তোরাঁ ধূমপানমুক্ত ও এ সংক্রান্ত সতর্কতামূলক নির্দেশিকা প্রদর্শন বাধ্যতামূলক। ২০১৯ সালের জুন মাসে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তত্ত্বাবধায়নে 'ঢাকা শহরের রেস্তোরাঁয় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের চিত্র পর্যালোচনা জরিপ পরিচালিত হয়। এই জরিপের উদ্দেশ্য হল: ঢাকা শহরের রেস্তোরাঁয় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থার পর্যবেক্ষণ ও আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে সিটি কর্পোরেশন, জেলা প্রশাসক, রেস্তোরাঁ কর্তৃপক্ষ, মালিক সমিতি এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের কাছে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রতিপালনের প্রমাণভিত্তিক তথ্য সরবরাহ করা।

কোভিড-১৯: ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি

গত ১৮ জুলাই, শনিরার, রাত ৮টায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টর কর্তৃক আয়োজিত একটি অনলাইন ভিত্তিক লাইভ, করোনা সংলাপ পর্ব-২১, "করোনকালে ধূমপায়ীর স্বাস্থ্য ঝুঁকি ও করণীয়" শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়। অনুষ্ঠানে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত নাক, কান ও গলা রোগ বিশেষজ্ঞ এবং হেড, নেক সার্জন, স্পোশালাইজড ই.এন.টি হাসপাতাল, ও কনসালটেন্ট, সোসাইটি ফর এ্যাসিসটেন্স টু হেয়ারিং ইমপায়ার্ড চিলড্রেন, অধ্যাপক ডা. মোঃ আবদুস সামাদ এবং সনামধন্য কনসালটেন্ট (পালমোনোলজিস্ট), জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল এবং যুগ্ম সচিব, বাংলাদেশ লাং ফাউন্ডেশন, ডা. কাজী সাইফউদ্দিন বেন্নুর। উভয় আলোচক বলেন করোনাকালীন সময়ে স্বাস্থ্য ঝুঁকি কমাতে সকলকে সচেতন হতে হবে বিশেষ করে ধূমপায়ী বা অন্যান্য তামাকজাত দ্রব্য গ্রহণকারীদের যথা শীঘ্রই তামাকজাত দ্রব্য ত্যাগ করতে পরামর্শ দেন।

হোটেল-রেস্তোরাঁয় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের বাস্তবায়ন ও আইনের দূর্বল দিক সংশোধনের দাবি জানালো এটিজেএফবি

গত ২১ জুলাই এভিয়েশন ও ট্যুরিজম জার্নালিস্ট ফোরাম অব বাংলাদেশ এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের যৌথ উদ্যোগে "ঢাকা শহরের রেস্তোরাঁয় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের চিত্র পর্যবেক্ষণ জরিপের ফলাফল ও গণমাধ্যমের ভূমিকা" শীর্ষক এক অনলাইন আলোচনা সভায় হোটেল- রেস্তোরাঁয় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের শতভাগ বাস্তবায়ন ও আইনের দূর্বল দিক সংশোধনের দাবি জানায় এভিয়েশন এন্ড ট্যুরিজম জার্নালিস্ট ফোরাম অব বাংলাদেশ (এটিজেএফবি) এর সদস্যবৃন্দ। সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ। সভায় জরিপের ফলাফল তুলে ধরে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারি পরিচালক ও তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী মোঃ মোখলেছুর রহমান। সভায় আরো বক্তব্য রাখেন প্যাসিফিক এশিয়া ট্রাভেল এসোসিয়েশনের (পাটা বাংলাদেশ চ্যাপটার) চেয়ারম্যান এবং ঢাকা রিজেন্সি হোটেল ও রিসোর্ট এর নির্বাহী পরিচালক শহিদ হামিদ, সাভার পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শরফউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস্ এর গ্রান্টস ম্যানেজার আব্দুস সালাম মিয়া ও প্রোগ্রাম অফিসার আতাউর রহমান মাসুদ সহ তামাকবিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ।

তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোকে সক্রিয় হবার জন্য মহাপরিচালকের আহবান

গত ৯ সেপ্টেম্বর আগারগাঁও এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর প্রধান কার্যালয়ের সভাকক্ষে "তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন ও করণীয়" শীর্ষক এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মহাপরিচালক মোঃ রাশেদুল ইসলাম বলেন, তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো আরো সক্রিয় হবে। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের যৌথ উদ্যোগে এ সভায় সভাপতিত্ব করেন এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর পরিচালক (প্রকল্প-১) ড. মোঃ হেলাল উদ্দিন এবং মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টরের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী ও সহকারী পরিচালক মোঃ মোখলেছুর রহমান। এছাড়াও সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর অন্যান্য পরিচালক, উপ-পরিচালক, সহকারী পরিচালক, এসাইনমেন্ট অফিসারসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

বিশ্ব এইডস দিবস ২০২০ পালিত

১ ডিসেম্বর বিশ্ব এইডস দিবসের প্রতিবাদ্য ছিল "সারা বিশ্বের ঐক্য, এইডস প্রতিরোধে সবাই নিব দায়িত্ব"। সারা বিশ্বসহ বংলাদেশেও পালিত হয়ে এ দিবসটি। প্রতি বছরের ন্যায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টর এর উদ্যোগে পালিত হয় বিশ্ব এইডস দিবস ২০২০। জাতীয় পর্যায়ে সরকারী নির্দেশনা অনুসরন করে দেশের অন্যান্যসংগঠনের সাথে একত্রিত হয়ে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টরও শাহবাগ মৎসভবন এর নিকটে শতাধিক সংগঠনের উপস্থিতিতে বর্নাঢ্য র‍্যালীতে অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে বিশ্ব এইডস দিবস ২০২০ পালন করে। এছাড়াও ঢাকার বাহিরে কুমিল্লা ও রাজশাহীতে আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস্ ডেলিভারী প্রজেক্ট-দ্বিতীয় পর্যায় প্রকল্প কর্ম এলাকায় এই দিবসটি উদ্‌যাপিত হয়।

আন্তর্জাতিক রিকভারী দিবস উদযাপন

বিশ্বব্যাপী সেপ্টেম্বর মাসকে আন্তর্জাতিক রিকভারী মাস বলা হয়। মাদক থেকে সুস্থতা প্রাপ্তদের অনুপ্রাণিত করতে আন্তর্জাতিকভাবে সকল দেশে এই মাসে রিকভারী মাস উদ্‌যাপন করা হয়। এই মাসটি উদযাপনে আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র সমূহ বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রমের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত করে। আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের উদ্যোগে, চিকিৎসাপ্রাপ্ত রিকভারী নারীদের অংশগ্রহণে ৩০ সেপ্টেম্বর আর্ন্তজাতিক রিকভারী দিবস উদযাপনে "ব্রিফিং অন ইন্টারন্যাশনাল রিকভারী ডে" প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়। আজকের দিবস উদযাপনের স্লোগান ছিলো "লিভ এ লাইট অন "। প্রোগ্রামে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াস সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ।

২৮ সেপ্টেম্বর **আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, গাজীপুর** কর্তৃক আয়োজিত ৩১ তম রিকোভারী মাস উদযাপন হয়। প্রীতি ফুটবল ম্যাচ, এবং আলোচনা সভার আয়োজন করা

হয়, রিকোভারীদের শেয়ারিং ও তাদের সম্মামনা প্রদানের মাধ্যমে দিনটি উদ্‌যাপিত হয়।

আহ্‌ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, যশোর কর্তৃক ৩০ সেপ্টেম্বর এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় প্রধান আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সাবেক আবাসিক মানসিক ডাক্তার ও গ্লোবাল ইউটিসি মাষ্টার ট্রেইনার ডা. আক্তারুজ্জামান সেলিম, জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় যশোর এর উপ পরিচালক বাহাউদ্দিন রানা, যশোর জেলা এনজিও সমন্বয়কারী শাহাজাহান নান্নু।

বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস ২০২০ উদযাপন

বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস উদযাপন কেন্দ্র করে ১০ অক্টোবর আহ্‌ছনিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র গাজীপুর, যশোর পুরুষ কেন্দ্র এবং ঢাকাতে নারী কেন্দ্রে বিভিন্ন প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়।

আহ্‌ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র গাজীপুরের উদ্যোগে কেন্দ্রে চিকিৎসা গ্রহণকারী রোগীদের নিয়ে **"মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়ন"** এর উপর একটি বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া ইনহাউজ রোগীদের অংশগ্রহণে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

আহ্‌ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র যশোরের উদ্যোগে মাদকাসক্তি চিকিৎসা গ্রহণকারী রোগীদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে কেন্দ্রে সকালে আলোচনা সভা, বিকাল ৪টায় যশোর দড়াটানা ও সদর হাসপাতালের সামনে একটি মানববন্ধন ও র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডা. মোঃ আব্দুস সালাম (সেলিম), মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, সহকারী অধ্যাপক কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, কুষ্টিয়া।

ঢাকাতে নারী কেন্দ্রে দিবস উদ্‌যাপনে অনলাইনে শেয়ারিং মিটিং এর আয়োজন করা হয়। প্রোগ্রামে রিকভারী এবং কেন্দ্রে চিকিৎসা নিতে আসা পরিবারের সদস্যগণ এবং এই সেবার সাথে সম্পৃক্ত পেশাজীবিগণ সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় বিশেষজ্ঞ আলোচক ছিলেন ডা. আক্তারুজ্জামান সেলিম এবং সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন ডাম আইআরএসওপি প্রকল্পের সমন্বয়কারী ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট মোঃ আমির হোসেন।

মুজিব শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বৃক্ষরোপন কর্মসূচি

২০২০ মুজিব শতবর্ষ, মুজিব বর্ষের আহবান, 'লাগাই গাছ বাচাঁই বন'- এই স্লোগানকে সামনে রেখে আহ্‌ছানিয়া মিশন মাদকসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, গাজীপুর অদ্য ২২ সেপ্টেম্বর বৃক্ষরোপন কর্মসূচির উদ্যোগ গ্রহণ করে। বৃক্ষরোপন কর্মসূচির উদ্বোধন করেন গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ২২ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মোশারফ হোসেন।

এই দিবস উদ্‌যাপনে "সবুজ বৃক্ষ-নির্মল পরিবেশ বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ" এই শ্লোগানকে সামনে **আহ্‌ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, যশোর** এর উদ্যোগে নিজ প্রতিষ্ঠান চত্ত্বরে বিভিন্ন ফলজ, বনজ ও ঔষুধী বৃক্ষের চারা রোপন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়।

কোভিড-১৯ প্রতিরোধে মাস্ক পরিধান আবশ্যকতার প্রচারণা

আহ্‌ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র যশোর প্রতিকী অবস্থান গ্রহণের মাধ্যমে মাক্স ব্যবহার সংক্রান্ত প্রচারে সক্রিয় অংশগ্রহন করে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের নির্দেশনা অনুয়ায়ী কোভিড-১৯ সংক্রমণের সম্ভাব্য সেকেন্ড ওয়েভ মোকাবেলায় মাস্ক পরিধান সংক্রান্ত্র প্রচারণায় যশোর জেলা প্রশাসনের আহ্বানে আজ বুধবার ১১ অক্টোবর এ কর্মসূচী পালিত হয়। এই কর্মসূচীতে ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশনের যশোর জেলায় চলমান সকল প্রকল্পের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

মাদকবিরোধী সমাজ গঠনে সাংবাদিকদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিকরণ বিষয়ক সভা

প্রকল্পের আওতায় সরকারের মাদকবিরোধী কর্মসূচীকে আরো গতিশীল করতে এবং জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের সাংবাদিকদের অংশগ্রহণে ১৪ জুলাই মাদকবিরোধী সমাজ গঠনে সাংবাদিকদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিকরণ বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাটি জুমে অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের রাজশাহী বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ জাফরউল্লাহ কাজল এবং রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. এফ.এম. আঞ্জুমান আরা বেগম। সভায় বিভিন্ন গণমাধ্যমে কাজ করছেন এমন ৩০ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন। সভাপতির বক্তব্য প্রদান করেন ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ।

মাদকের অপব্যবহার প্রতিরোধে সম্মিলিত প্রচেষ্টা বিষয়ক এডভোকেসি সভা

৫ আগষ্ট জুম অনলাইনের মাধ্যমে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে মাদকের অপব্যবহার প্রতিরোধে সম্মিলিত প্রচেষ্টা বিষয়ক এডভোকেসি সভা আয়োজন করা হয়।

সভায় এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালক মোঃ রাশেদুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নিরোধ শিক্ষার পরিচালক মু. নুরুজ্জামান শরীফ এবং জাতিসংঘের মাদকবিরোধী প্রতিষ্ঠান ইউএনওডিসির ন্যাশনাল কোর্ডিনেটর মোঃ আবু তাহের। এছাড়াও সভায় উপস্থিত ছিলেন সেভ দ্য চিলড্রেন এর টেকনিক্যাল এডভাইজার, এজাজুল ইসলাম চৌধুরী।

ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন

আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রকল্প-২য় পর্যায়, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, পিএ-৩ মিরপুর অদ্য ৪ অক্টোবর রোজ রবিবার মোঃ সেলিম রেজা, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পরেশন, সকাল ১০ ঘটিকায় ভিটামিন-এ প্লাস কম্যাম্পেই উদ্বোধন করেন, এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন ডা. ব্রিগেঃ জেঃ মোহম্মদ মোমিনুর রহমান, প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ডিএনসিসি, ইকবাল মাসুদ, পরিচালক-স্বাস্থ্য, ডাম।

মাদক বিরোধী কার্যক্রম "দাড়াও" প্রকল্পের আয়োজনে গণমাধ্যম কর্মীদের নিয়ে গোলটেবিল বৈঠক

গত ২৬ আগষ্ট জুম অনলাইনের মাধ্যমে নাটোর জেলার সাংবাদিকদের সাথে এক গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হয়। গোলটেবিল বৈঠকে ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ এর সভাপতিত্বে গোলটেবিল বৈঠকে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নাটোর জেলার মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মোঃ আলমগীর হোসেন। সভায় স্বাবক্তব্য প্রদান করেন লাইট হাউজের নির্বাহী প্রধান মো.হারুন-অর-রশিদ।

রাজশাহী ও নাটোর জেলায় সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের ওরিয়েন্টেশন

২ ডিসেম্বর রাজশাহী জেলা এবং ৩ ডিসেম্বর নাটোর জেলায় মাদক অপব্যবহার প্রতিরোধে সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের জন্য ওরিয়েন্টশন সভা আয়োজন করা হয়। রাজশাহীতে হোটেল ওয়ারিসানে দিনব্যাপী সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সাথে ওরিয়েন্টশন পরিচালনা করা হয়। ওরিয়েন্টশনে ডাম এডভোকেসি অফিসার উম্মে জান্নাত এর সঞ্চালনায় "মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ও সরকারের মাদকবিরোধী বিভিন্ন কর্মসূচি" ওপর সেশন পরিচালনা করেন রাজশাহী বিভাগীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ জাফরুল্লাহ কাজল। জেলার মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মোঃ আলমগীর হোসেন।

নাটোরে স্থানীয় সরকারের সাথে এডভোকেসি সভা

গত ১ সেপ্টেম্বর স্থানীয় সরকারের সাথে এডভোকেসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভাটি ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় এবং নাটোর পৌরসভার মেয়র ওমা চৌধুরী প্রধান অতিথি ছিলেন। এছাড়াও অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নাটোর জেলার মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মোঃ আলমগীর হোসেন। সভায় স্বাবক্তব্য প্রদান করেন লাইট হাউজের নির্বাহী প্রধান মোঃ হারুন-অর-রশিদ।

শ্রেষ্ঠ বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা (ক্লিনিক ভিত্তিক) নির্বাচিত হলো ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কর্তৃক পরিচালিত এবং কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে আরবান প্রাইমারী হেল্থ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রজেক্ট-দ্বিতীয় পর্যায় এর আওতায় একটি (০১) নগর মাতৃ সদন ও ছয়টি (০৬) নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে নগরীর ২৪টি ওয়ার্ডে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে। মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানে উল্লেখ্যযোগ্য অবদান রাখায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, আদর্শ সদর,

কুমিল্লা এ উপজেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা (ক্লিনিক ভিত্তিক) এবং জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, কুমিল্লায় জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা (ক্লিনিক ভিত্তিক) নির্বাচিত হয়। শ্রেষ্ঠ বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা (ক্লিনিক ভিত্তিক) নির্বাচিত হওয়ায় ১১ জুলাই বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উপলক্ষে পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের সম্মানিত উপ-পরিচালক মোঃ মাহবুবুল করিম সম্মাননা স্মারক প্রদান করেন। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের পক্ষে সুমন কুমার সাহা, প্রকল্প ব্যবস্থাপক।

রাজশাহীতে স্থানীয় সরকারের সাথে এডভোকেসি সভা

গত ২৮ সেপ্টেম্বর হোটেল ওয়ারিশানের সম্মেলন কক্ষে স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের নিয়ে অ্যাডভোকেসি সভার আয়োজন করা হয়। এডভোকেসি সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন এর প্যানেল মেয়র শরিফুল ইসলাম বাবু। এসময় রাজশাহী বিভাগীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ জাফরল্লাহ কাজল বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। লাইট হাউসের প্রধান নির্বাহী হারুন-অর-রশিদ'র সভাপতিত্বে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য বিভাগের পরিচালক ইকবাল মাসুদ অ্যাডভোকেসি সভার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তুলে ধরে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

দূর্যোগকালীন সময়ে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান

ইউপিএইচসিএসডিপি-২য় পর্যায়, **ডিএনসিসি পিএ-৩ প্রকল্প আওতায়** ওয়ার্ড নং ১১, কল্যানপুর, নতুন বাজার, পুড়াবস্তিতে

গতকাল ৩০ অক্টোবর রাতে আগুন লাগার পর অদ্য ৩১ অক্টোবর রোজ শনিবার প্রকল্পের মাধ্যমে ৫ জনের একটি মেডিকেল টিম সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত এই দূর্যোগ কালিন সময়ে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করেছে।

ব্লাড ব্যাংক উদ্বোধন এবং ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প-২০২০

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কর্তৃক পরিচালিত আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রকল্প-২য় পর্যায়, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, পিএ-০৩, মিরপুর ২১/১২/২০২০ তারিখ "ব্লাড ব্যাংক ইনাওগুরেশন এবং ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প-২০২০" উদ্বোধন করা হয়। ব্লাড ব্যাংকটি উদ্বোধন করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সভাপতি কাজী রফিকুল আলম। কার্যক্রমের মাধ্যমে ৫ জন রক্তদান করেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ডা. নায়লা পারভিন।

হাম-রুবেলা ক্যাম্পেইন উদ্বোধন

"আয় আয় সোনামণি টিকা নিয়ে যা" প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ১২ ডিসেম্বর ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত ইউপিএইচসিএসডিপি-২য় পর্যায়, ডিএসসিসি, পার্টনারশিপ এরিয়া-৩, নগর মাতৃসদন, হাজারীবাগে **হামরুবেলা ক্যাম্পেইন** এর শুভ উদ্বোধন করেন ঢাকা দক্ষীণ সিটি কর্পোরেশন প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ শরীফ আহমেদ।

বিনা মূল্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান

১৫ আগস্ট সিওসিসি পিএ-১ কুমিল্লা প্রতিটি নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ও নগর মাতৃসদন কেন্দ্রে ডেলিভারী সেবা সহ সকল স্বাস্থ্যসেবা

বিনামূল্যে **প্রদান** করা হয়, ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন ও এএনসি মায়েদের নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় এবং সেখানে বিনামূল্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ও প্যাথলজি পরীক্ষা করা হয়। ডিএসসিসি পিএ-৩ হাজারীবাগ নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র-১, ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬ মোট ৬টি নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র বিনামূল্যে ৫৫৯ জন নারী, ২১১ জন পুরুষ, ৭৯ বয়স্ক রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয় ও ২৩৮ জনকে বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করা হয়।

রচনা প্রতিযোগিতা: দিবস উপলক্ষে ডিএসসিসি পিএ-৩, আরসিসি পিএ-১ রাজশাহী ও সিওসিসি পিএ-১ কুমিল্লায় জাতির পিতার জীবনার্দশ নিয়ে রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন ও অংশগ্রহণকারীদের মাঝে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

পরিবার পরিকল্পনা সেবাও প্রচার সপ্তাহ উদযাপন

"করোনাকালে অনাকাঙ্খিত গর্ভধারণ রোধ করি, স্বাস্থ্যবিধি মেনে পরিবার পরিকল্পনা সেবা গ্রহণ করি" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ০৬ হতে ০৮ ডিসেম্বর ৩ দিনব্যাপী সামাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে পরিবার পরিকল্পনা সেবা ও প্রচার সপ্তাহ পালন করা হয়।

পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক ক্যাম্প

৭ ডিসেম্বর নগর মাতৃসদন কেন্দ্র এ পরিবার পরিকল্পনা ক্যাম্প (এনএসভি, টিউবেকটমি, আইইউডি, ইমপ্লানন) অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাম্প

এ ৬ জনকে ইমপ্লান্ড এবং ৬ জনকে আইইউডি সেবা প্রদান করা হয়।

সক্ষম দম্পতি সমাবেশ

৬ ডিসেম্বর নগর মাতৃসদন কেন্দ্র এ সক্ষম দম্পতি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে ৩৫ জন সক্ষম দম্পতি উপস্থিত ছিলেন। অলোচনা সভায় পরিবার পরিকল্পনার স্থায়ী ও অস্থায়ী পদ্ধতি বিষয়ক যাবতীয় আলোচনা করেন। এর পাশাপাশি কোভিড-১৯ বিষয়ক সচেতনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। অংশগ্রহনকারী প্রত্যেকের মাঝে মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ করা হয়।

গর্ভবতী মা সমাবেশ

০৮ ডিসেম্বর নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র-২ এ গর্ভবতী মায়েদের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে ৪০ জন গর্ভবতী মা উপস্থিত ছিলেন। অলোচনা সভায় নিরাপদ মাতৃত্ব, মাতৃত্বকালীন সময়ে করনীয় এবং

কোভিড-১৯ বিষয়ক সচেতনামূলক বক্তব্য প্রদান করা হয়। পরিশেষে অংশগ্রহনকারী প্রত্যেকের মাঝে মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরন করা হয়।

ইউনিভার্সেল হেলথ কাভারেজ ডে-২০২০ উদযাপন

"হেলথ ফর অল, প্রটেক্ট এভরিওয়ান" প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ১২ ডিসেম্বর ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টর পরিচালিত আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রকল্প-২য় পর্যায় (ইউপিএইচসিএসডিপি-২য় পর্যায়), **ডিএসসিসি পিএ-৩ হাজারীবাগ** ইউনিভার্সাল হেলথ কাভারেজ ডে-২০২০ উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

স্তন ক্যান্সারের সচেতনতা মাস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও প্রাথমিক পরীক্ষা বিষয়ক ক্যাম্প

২৪ অক্টোবর লায়ন্সক্লাব অব ঢাকা ওয়েসিস এর উদ্যোগে **ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন বাস্তবায়িত আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্প ২য় পর্যায়, পার্টনারশিপ এরিয়া-৩ এর সহযোগিতায় নগর মাতৃসদন, হাজারীবাগে** স্তন ক্যান্সারের সচেতনতা মাস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও স্তন ক্যান্সারের প্রাথমিক পরীক্ষা বিষয়ক ক্যাম্প এর আয়োজন করা হয়। এ ক্যাম্পটিতে ৫০ জন নারী স্তন ক্যান্সারের প্রাথমিক পরীক্ষা করান এর মধ্যে ৪ জনের স্তনের লাম্পে উপস্থিতি পাওয়া যায়। তাদের পরবর্তী পরিক্ষার ও পরামর্শে জন্য রেফার করা হয়।

বিনামূল্যে চোখের চিকিৎসা

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবং বাংলাদেশ আই ট্রাস্ট হাসপাতালের উদ্যোগে ২৯ নভেম্বর বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। ক্যাম্পটি রাজধানীর নগর মাতৃসদন হাজারীবাগে অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাম্পটির মাধ্যমে বাংলাদেশ আই ট্রাস্ট হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার ডা. হাসা জাওয়াদ নারী, পুরুষ ও শিশুসহ মোট ১০৩ জনকে সেবা প্রদান করেন। এবং একজন হতদরিদ্র ব্যক্তি এই ক্যাম্পের মাধ্যমে বাংলাদেশ আই ট্রাস্ট হাসপাতালে ফ্রি ছানি অপারেশন সুযোগ পাওয়া তিনি সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

এছাড়াও ইসলামবাগ এরিয়ায় ২৮ নভেম্বর বিনামূল্যে মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। ক্যাম্পটির মাধ্যমে নারী, পুরুষ ও শিশুসহ মোট ৮৫ জনকে সেবা ও পরামর্শ দেয়া হয়। এছাড়াও ৫০ জন রোগীকে বিনামূল্যে কৃমিনাশক ঔষধ প্রদান করা হয়। ক্যাম্পটিতে উপস্থিত ছিলেন ২৪, ২৫ ও ২৯ নং ওয়ার্ডের মহিলা কাউন্সিলর সাবিনা পারভীন।

পরিবার পরিকল্পনা স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণে উদ্বুধকরণ সভা

আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রকল্প-দ্বিতীয় পর্যায়, ডিএসসিসি, পিএ-৩, নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র-৬, ইসলামবাগ রিক্সা গ্যারেজে ১০ আগস্ট-২০২০ পরিবার পরিকল্পনা স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহনে উদ্বুধকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরিবার পরিকল্পনা স্থায়ী পদ্ধতি টিউবেকটমি ও এনএসভি গ্রহনের সুবিধা অসুবিধাও সম্ভাব্য পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করেন।

বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ-২০২০ পালিত

"মাতৃদুগ্ধ দানে সহায়তা করুন- স্বাস্থ্যকর পৃথিবী গড়ুন" এই প্রতিপাদ্য সামনে রেখে ১২ আগষ্ট বুধবার ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, আরবান প্রাইমারী হেল্থ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রজেক্ট-দ্বিতীয় পর্যায়, ডিএসসিসি, পিএ-৩, হাজারীবাগ, বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ-২০২০ উপলক্ষ্যে সচেতনামূলক সভা আয়োজন করে। সভায় ডা. ইশরাত শারমিন, ক্লিনিক ম্যানেজার, নগর মাতৃসদন শিশুকে সঠিকভাবে বুকের দুধ খাওয়ানোর নিয়ম ও শিশু জন্মের সাথে সাথে প্রত্যেক মা বুকের দুধ খাওয়ানোর সঠিক পদ্ধতি ও সঠিক সংযোগ সর্ম্পেকে আলোচনা করেন। সভায় ২৫ জন মা অংশগ্রহন করেন।

বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস-২০২০

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন- আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রকল্প-২য় পর্যায়, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন পিএ-৩

অদ্য ১৪ নভেম্বর রোজ বুধবার পরিচালক-স্বাস্থ্য, ইকবাল মাসুদ, ডাম সকাল ১০ ঘটিকায়, নগর মাতৃসদনে বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস ২০২০ উপলক্ষে লায়ন্স ক্লাব অব ঢাকা ওয়েসিস এর সহযোগিতায় ফ্রি ডায়াবেটিস সনাক্তকরণ পরীক্ষা ও চিকিৎসা সেবা ক্যাম্প উদ্বোধন করেন। এই ফ্রি ক্যাম্পের মাধ্যমে মোট ১০২ জনকে ডায়াবেটিকস চিকিৎসা সেবা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়।

রোহিঙ্গা ক্যাম্পে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র (পিএইচসি) উদ্বোধন

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য গুনমানসম্পন্ন এবং উন্নত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করার লক্ষ্যে ২৫ নভেম্বর ক্যাম্প ১৩ এর সি ব্লককে একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র এর উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র শাহ রেজওয়ান হায়াত, শরনার্থী, ত্রান ও প্রত্যাবাসন কমিশনার, কক্সবাজার।

কোভিড-১৯ এবং সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ (আইপিসি) বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ

রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথম থেকেই কোভিড-১৯ সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া বন্ধ করতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের আইইএইচআরআর প্রকল্পের মাধ্যমে ২৩ ডিসেম্বর হোটেল অর্কিড বু, ইনানী, কক্সবাজারে" কোভিড-১৯ এবং সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ (আইপিসি) " বিষয়ের উপর স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী কর্মীদের জন্য একটি প্রশিক্ষণ এর আয়োজন করেন। প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন পুলক কান্তি চক্রবর্তী (সিনিয়র সহকারী সচিব), ক্যাম্প ইনচার্জ, ক্যাম্প-১৯। তিনি কর্মীদেরকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করার লক্ষ্যে দিক নির্দেশনামূলক পরামর্শ প্রদান করেন।

কোভিড-১৯ বিষয়ের উপর স্থানীয় এবং রোহিঙ্গা জনপ্রতিনিধিদের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ

১২ নভেম্বর পালংখালি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিসহ মোঃ গফুর উদ্দিন চৌধুরী, চেয়ারম্যান, পালংখালি ইউনিয়ন পরিষদ। এছাড়া ১৩ ডিসেম্বর একই বিষয়ের উপর ক্যাম্প-১৯ এর সিআইসি অফিসের সভা কক্ষে রোহিঙ্গা জনপ্রতিনিধিদের (মাঝি) নিয়ে একটি প্রশিক্ষণ সেশন পরিচালনা করা হয় এবং ২১ ডিসেম্বর হেলথ পোষ্টে রোহিঙ্গা ইমামদের নিয়ে আরোও একটি প্রশিক্ষণ সেশন পরিচালনা করা হয়। প্রশিক্ষণ সেশনে উপস্থিত ছিলেন মোঃ সামসুজ্জামান, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, খ্রিষ্টিয়ান এইড, কক্সবাজার।

হেনা আহমেদ হাসপাতাল

বিশ্ব ডায়াবেটিক্স দিবস উদ্‌যাপন

১৪ নভেম্বর বিশ্ব ডায়াবেটিক্স দিবস উপলক্ষে লায়ন্স ক্লাব অফ ঢাকা ওয়েসিস এর উদ্যোগে আহ্ছানিয়া মিশন দ্বারা পরিচালিত হেনা আহমেদ হাসপাতাল এর সার্বিক সহযোগিতায় বিনামূলে ডায়াবেটিকস সনাক্তকরণ ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। বিনামূলে ডায়াবেটিকস সনাক্তকরণ ও চিকিৎসা সেবা প্রদান কার্যক্রমে প্রায় ১২৮ জন রোগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়।

হেনা আহমেদ হাসপাতালে দরিদ্র পরিবারের মাঝে ৩০০ গাছের চারা বিতরন

৩ অক্টোবর ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও লায়ন্স ক্লাব অব ঢাকা ওয়েসিস এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হেনা আহমেদ হাসপাতালস্থ পারিবারিক বনায়ন কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচীর মাধ্যমে ১০০ দরিদ্র পরিবারকে মোট ৩০০ টি বিনামূল্যে গাছের চারা বিতরন করা হয়।

মোনাসেফ আহ্ছানিয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্র

বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান

৮ সেপ্টেম্বর ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কর্তৃক পরিচালিত মোনাসেফ আহ্ছানিয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়। এই সেবা প্রদান করার জন্য ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি টিম গঠন করা হয়। সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত মোট ৫৮ জন রোগীকে এই বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়।

হাম-রুবেলা ক্যাম্পেইন ২০২০

২৯ ডিসেম্বর স্বাস্থ্য সেক্টর, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কর্তৃক পরিচালিত মোনাসেফ আহ্ছানিয়া হেলথ সেন্টার প্রাঙ্গণে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন

এর সহযোগীতায় কামারজুরী এলাকায় মোট ১৫৫০ জন শিশুদের মাঝে হাম-রুবেলা টিকা প্রদান করা হয়। টিকাদান ক্যাপেইন পরিচালনা করেন গাজীপুর জেলার স্বাস্থ্য কর্মকর্তা শোভা আক্তার এবং তার সাথে সহযোগিতায় ছিলেন ৩ জন মাঠকর্মী ও মোনাসেফ আহ্ছানিয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সকল কর্মকর্তা- কর্মচারীবৃন্দ।

চূড়ান্ত হলো সাতক্ষীরা ও সাভার পৌরসভার স্বাস্থ্যসেবা কৌশলপত্র

সাতক্ষীরা ও সাভার পৌরসভার স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত কৌশলপত্র চূড়ান্ত করা হয়েছে। সাতক্ষীরা ও সাভার পৌরসভাকে স্বাস্থ্যসম্মত মডেল পৌরসভা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২২ সেপ্টেম্বর সাতক্ষীরা পৌরসভা এবং ১৩ ডিসেম্বর সাভার পৌরসভার সম্মেলন কক্ষে নিজ নিজ পৌর মেয়র-এর সভাপতিত্বে পৌরসভার স্বাস্থ্যসেবা কৌশলপত্র চূড়ান্তকরণ বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

সাতক্ষীরা পৌরসভার কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ও জেলার ভারপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন ডা. মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন "সকলের জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা স্থানীয় সরকার বিভাগের অন্যতম দায়িত্ব যা বাস্তবায়নে কৌশলপত্রটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে"। তিনি এই ধরনের একটি মহতী উদ্যোগের জন্য সাতক্ষীরা পৌরসভাকে এবং কৌশলপত্র প্রণয়নে সহযোগিতার জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনকে ধন্যবাদ জানান।

পেপসেপ প্রকল্পের কর্ম-এলাকার পৌরসভাগুলির এই কৌশলপত্র প্রনয়ণ কর্মশালায় খসড়া উপস্থাপন ও সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের সহকারী পরিচালক মোঃ মোখলেছুর রহমান।

সাতক্ষীরা পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ডে ৯০০ দরিদ্র ও হতদরিদ্র পরিবার মাঝে খাদ্য সামগ্রী ও স্বাস্থ্যবিধি সম্মত সামগ্রী বিতরণ সম্পন্ন

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নিজস্ব অর্থায়নে ১২, ১৭ ও ১৯ আগস্ট ২০২০ সাতক্ষীরা পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ডের ৯০০ পরিকারের মাঝে

কোভিড-১৯ এর প্রভাবে ঝুঁকিপূর্ণ ও ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় দরিদ্র, হতদরিদ্র, সুবিধা বঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্টির মাঝে খাদ্য সামগ্রী ও স্বাস্থ্য বিধি সম্মত সামগ্রী বিতরণ করা হয়। স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলরের সভাপতিত্বে বিতরণ কার্যক্রমে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাতক্ষীরা পৌরসভার মাননীয় মেয়র মোঃ তাজকিন আহমেদ চিশতি, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ওয়ার্ড কাউন্সিলরগণ, স্থানীয় পর্যায়ের সমাজ সেবক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা এবং সাতক্ষীরা পৌরসভার বসতি উন্নয়ন কর্মকর্তা মোঃ জিয়াউর রহমান। ত্রান বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সাতক্ষীরার পৌর মেয়র মোঃ তাজকিন আহমেদ চিশতি। তিনি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের পেপসেপ প্রকল্পের স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমের প্রশংসা করেন।

ফ্যাক্টরি শ্রমিকদের সাথে যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন

১২ই সেপ্টেম্বর ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের আওতায় খিলক্ষেত সেন্টারের অধীনস্ত কর্মএলাকার অবস্থিত নিডেল ক্যাফ্ট এন্ড এমব্রুডারি এর ওয়ারকার্সদের নিয়ে যক্ষ্মা বিষয়ের উপর

ওরিয়েন্টেন সভার আয়োজন করা হয়। সভায় রিসোর্স পার্সন হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডা. মোস্তাফিজুর রহমান। সভার শুরুতে জিএফএটিএম, টিবি কন্ট্রোল প্রেগ্রাম এর- মনিটরিং এ্যান্ড ইভালুয়েশন অফিসার ডা. ফাতেমা খান আহ্ছানিয়া মিশনের কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন। ওরিয়েনটেশনে যক্ষ্মা কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন, যক্ষ্মা কি? যক্ষ্মার প্রকার ভেদ, কিভাবে

ছড়ায়, যক্ষ্মা রোগের লক্ষণ, রোগ সনাক্তকরন ও আক্রান্ত রোগীদের নিয়মিত পূর্ণ মেয়াদের চিকিৎসা সম্পন্ন করা কেন জরুরী? ডট্স চিকিৎসা পদ্ধতি, ঔষধের সম্ভাব্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ও ব্যবস্থাপনা, তামাকের সাথে যক্ষ্মার সম্পর্ক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

এছাড়াও ১৯ সেপ্টেম্বর যক্ষ্মা রোগে ভাল হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদেও এবং ২৮ সেপ্টেম্বর গ্রাজুয়েট প্রাইভেট প্রাকটিশনারদের সাথে যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন আয়োজন করা হয়।

২য় পর্যায়ে গ্রোথ সেন্টারে ব্যবসায়ীদের সাথে প্রকল্প অবহিতকরণ সভা

২য় পর্যায়ে গ্রোথ সেন্টারে ব্যবসায়ীদের সাথে প্রকল্প অবহিতকরণ সভার আয়োজন করা হয়েছে। মোট অংশগ্রহনকারী ৩৭২ জন এর মধ্যে পুরুষ ৩৬৩ এবং নারী ০৯ জন। টেকনিক্যাল ডিরেক্টর, বাংলাদেশ নিউট্রিশন অ্যাক্টিভিটি সভায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। মার্কেট ম্যানেজমেন্ট কমিটির (এমএমসি) চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারি বিজনেস অ্যাসোসিয়েশন (বিএ) চেয়ারম্যান সেখানে প্রকল্পের পক্ষে বক্তব্য

রেখেছিলেন। সমস্ত বিক্রেতারা প্রকল্পের সাথে কাজের জন্য তাদের ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন।

ফুড ভেন্ডর প্রশিক্ষণ: জুলাই-ডিসেম্বর' ২০২০ পর্যন্ত ১৮ ব্যাচের মাধ্যমে ২২৪ জন ফুড ভেন্ডরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ৩টি মডিউলের উপর ফুড ভেন্ডরদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণের মূল বিষয় ছিল খাদ্য বিক্রেতাদের ব্যবসা এবং সম্প্রসারণের সম্ভাব্যতা চিহ্নিতকরণ, গ্রাহক তথ্য সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ, ব্যবসায়ের বাধাসমূহ এবং সুযোগ সমূহ চিহ্নিত করণ। প্রশিক্ষণের কোর্স সমূহ কিভাবে ব্যবসায়ীকে সহায়তা করতে পারে তা চিহ্নিত করা।

পুরোহিত প্রশিক্ষণ

৩০ ডিসেম্বর কোডেক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, পটুয়াখালী হিন্দু ধর্মীয় নেতা- ২৩ জন পুরোহিতদের ১ দিনের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। প্রশিক্ষণে সহকারী পরিচালক, হিন্দু কল্যাণ ট্রাস্ট, পটুয়াখালী উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণের প্রারম্ভিক বক্তৃতা দেন টেকনিক্যাল ডিরেক্টর, বাংলাদেশ নিউট্রিশন অ্যাক্টিভিটি, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। প্রশিক্ষণে আরো উপস্থিত ছিলেন এ্যাবট এসোসিয়েট্স এর প্রতিনিধিগণ। সহকারী পরিচালক, হিন্দু কল্যাণ ট্রাস্ট এবং মাস্টার ট্রেইনার স্বপন ঘোষাল প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করেন। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশ নিউট্রিশন অ্যাক্টিভিটির কার্যক্রম এবং লক্ষ্য সম্পর্কে অবহিত করা, কমিউনিটি পর্যায়ে পুষ্টি বার্তা প্রচার-প্রচরণা চালনা, ওয়াশ এবং মহিলা ক্ষমতায়নের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

কোভিড-১৯ সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম

প্রকল্পের মাধ্যমে কোভিড-১৯ সম্পর্কিত বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় যা হলো- গ্রোথ সেন্টারে ১৮ টি অস্থায়ী হ্যান্ড ওয়াশিং স্টেশন স্থাপন, হ্যান্ড ওয়াশিং স্টেশনে ৭৩৪৯টি মিনি সাবান বিতরন ও প্রতিদিন পানি সরবরাহ করা, ভেন্ডরদের ৩৭৭ সেট পিপিই, ফেস মাস্ক ৭৫৪ টি, ১৭৯টি মসজিদে ক্লিনিং সামগ্রী, ১৬০০০টি লিফলেট বিতরণ এবং কোভিড-১৯ এর সচেতনতা মূলক ১০৯দিন মাইকিং করা হয়।

জাতীয় আইনসহায়তা প্রদান সংস্থার কোভিড-১৯ প্রস্তুতি এবং স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

জিআইজেড বাংলাদেশ এর রুল অব ল এবং জাতীয় আইনসহায়তা প্রদান সংস্থার উদ্যোগে ইমপ্রুভমেন্ট অফ দ্যা রিয়েল সিচুয়েশন অফ ওভারক্রাউডিং ইন প্রিজন ইন বাংলাদেশ (আইআরএসওপি) প্রকল্পের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেক্টর, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও জাতীয় আইনসহায়তা প্রদান সংস্থা ও এর অধিন সুপ্রিম কোর্ট এ কর্মরত দেশের ৬৪টি জেলার সর্বমোট ১৮৩ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ২ টি ব্যাচের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

কারাগারে কোভিড-১৯ প্রতিরোধে প্রস্তুতি ও মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

স্বাস্থ্য সেক্টর ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের মাধ্যমে মহামারী কোভিড-১৯ মোকাবেলার অংশ হিসেবে কারাভ্যন্তরে চিকিৎসক, স্বাস্থ্য কর্মী ও সাধারণ কর্মীদের দৈহিক ও মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনা এবং এর প্রতিরোধে প্রস্তুতি বিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। ০৪ নভেম্বর ২০২০ ১৭তম ব্যাচের মাধ্যমে প্রশিক্ষণটি সম্পন্ন হয়েছে। সমাপনি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোঃ খাইরুল আলম শেখ। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ মোমিনুর রহমান মামুন, জিআইজেড বাংলাদেশের রুল অব ল প্রোগ্রামের হেড অফ প্রোগ্রাম প্রমিতা সেন গুপ্ত, মুহাম্মদ রফিকুজ্জামান, গভরনেন্স অ্যাডভাইজার এন্ড ডেপুটি টিম লিডার, এফসিডিও এবং ইন্টারন্যাশনাল কমিটি ফর রেড ক্রস এর ডিটেনশন এর লিডার সিমনা কারভি। অনুষ্ঠানের স্বাবক্তব্য প্রদান করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ।

উল্লেখ্য জিআইজেড বাংলাদেশ, ইন্টারন্যাশনাল কমিটি ফর রেড ক্রস ও কারা অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে ইমপ্রুভমেন্ট অফ দ্যা রিয়েল সিচুয়েশন অফ অভারক্রাউডিং ইন প্রিজন ইন বাংলাদেশ (আইআরএসওপি) প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণটি **১লা** জুলাই থেকে শুরু হয়। প্রশিক্ষণটিতে সর্বমোট ১৭টি ব্যাচের মাধ্যমে দেশের ৬৮টি কারাগারের ৩৪১ জন কারা কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের (জুডিসিয়াল অফিসার) কোভিড-১৯ প্রস্তুতি এবং স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষণ প্রদান

কোভিড-১৯ মহামারী প্রতিরোধের অংশ হিসেবে জিআইজেড বাংলাদেশ এর রুল অব ল এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর অধীন আইন ও বিচার বিভাগের যৌথ উদ্যোগে ইমপ্রুমেন্ট অফ দ্যা রিয়েল সিচুয়েশন অফ ওভারক্রাউডিং ইন প্রিজন ইন বাংলাদেশ (আইআরএসওপি) প্রকল্পের মাধ্যমে ১১ এবং ১২ ডিসেম্বর স্বাস্থ্য সেক্টর, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন দেশের ২৫টি জেলার সর্বমোট ৫০ জন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের (জুডিসিয়াল অফিসার) মহামারী কোভিড-১৯ প্রস্তুতি এবং স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট শীর্ষক দুই দিন ব্যাপী অনলাইন প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

জিআইজেড কর্মকর্তাদের কোভিড-১৯ প্রতিরোধে স্ট্রেজ ম্যানেজমেন্ট স্কীল এন্ড লার্নিং শেয়ারিং অনলাইন প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

স্বাস্থ্য সেক্টর ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবং জিআইজেড এর যৌথ উদ্যোগে ইমপ্রুভমেন্ট অফ দ্যা রিয়েল সিচুয়েশন অফ অভারক্রাউডিং ইন প্রিজন ইন বাংলাদেশ (আইআরএসওপি) প্রকল্পের মাধ্যমে মহামারী কোভিড-১৯ মোকাবেলার অংশ হিসেবে জিআইজেড এ কর্মরত বিভিন্ন পর্যায়ের মোট ৫৯ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের স্ট্রেজ ম্যানেজমেন্ট স্কীল এন্ড লার্নিং শেয়ারিং বিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষণ স্বাস্থ্য সেক্টর ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কর্তৃক পরিচালিত হয়।

জামিন ও মুক্তি প্রাপ্ত বন্দীদের কোভিড-১৯ প্রতিরোধ বিষয়ক সচেতনতামূলক তথ্য প্রদান

বৈশ্বিক করোনা মহামারী কোভিড-১৯ প্রতিরোধে স্বাস্থ্য সেক্টর, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কর্তৃক পরিচালিত ইমপ্রুমেন্ট অফ দ্যা রিয়েল সিচুয়েশন অফ ওভারক্রাউডিং ইন প্রিজন ইন বাংলাদেশ (আইআরএসওপি) প্রকল্পের মাধ্যমে জুলাই ২০২০ থেকে প্রকল্পের চারটি কর্ম এলাকা- ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-১ ও ২ এবং কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে জামিন ও মুক্তি প্রাপ্ত বন্দিদের মাঝে মহামারী কোভিড-১৯ করোনা ভাইরাস থেকে নিজেকে সুরক্ষার উদ্দেশ্যে সচেতনতামূলক তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

প্রতিকূল পরিবেশে রোহিঙ্গা পরিবারের দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন দ্বারা পরিচালিত ও UNODC অর্থায়নে "Strong Families" প্রকল্পটির কার্যক্রম অক্টোবর মাসে শুরু হয়। প্রকল্পটি নভেম্বর মাসের ৯ তারিখ আনুষ্ঠানিকভাবে ক্যাম্প ১৩ এ উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ওয়াশিকুল ইসলাম, Camp in Charge, Camp ১৩। কক্সবাজার এ রোহিঙ্গা Community এর পারিবারিক দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম এবং এর অংশ হিসেবে ডিসেম্বর মাসে প্রকল্পের গঠন অনুযায়ী ১১টি পরিবারকে সপ্তাহে ১টি করে মাসে ৪টি সেশন প্রদান করা হয়। প্রতিটি সেশনে মোট ২২ জন পিতা-মাতা ও তাদের ২ জন করে (৮ - ১২ বছরের) ২২ জন সন্তান-সন্ততি অংশগ্রহণ করেন। যাদের মধ্যে ১৮ জন মহিলা ও ২৬ জন পুরুষ প্রতিটি সেশনে অংশগ্রহণ করেন। প্রকল্পটি বর্তমানে চলমান রয়েছে।

আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র

মাদকনির্ভরশীল নারী ও পুরুষদের চিকিৎসা সহায়তায় অনন্য প্রতিষ্ঠান

আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র গাজীপুর
(পুরুষ কেন্দ্র)
মোবাইল: ০১৭১৫-৪০৭৮৪৩, ০১৭৭২৯১৬১০২

আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র যশোর
(পুরুষ কেন্দ্র)
মোবাইল: ০১৭৮১৩৫৫৭৫৫

আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র
(ঢাকাতে অবস্থিত নারী কেন্দ্র)
মোবাইল: ০১৭৭৭৭৫৩১৪৩, ০১৭৪৮৪৭৫৫২৩

আহ্ছানিয়া হেনা আহমেদ মনোযত্ন কেন্দ্র
(আলমপুর, হাঁসাড়া, শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ)
মোবাইল: ০১৮১০-১১৩৬৪১, ০১৭৮২-৯৬৬৬০৬, ০১৪০১-১৬৬৬০৬

DHAKA AHSANIA MISSION
ADDICTION MANAGEMENT & INTEGRATED CARE (AMIC)
Since 1990

আমিক, বাড়ি-১৫২, ব্লক-ক, সড়ক- ৬, পিসিকালচার হাউজিং সোসাইটি, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭

কাজী রফিকুল আলম কর্তৃক প্রকাশিত এবং আহ্ছানিয়া প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স, প্লট-৩০, ব্লক-এ, রোড-১৪ আশুলিয়া মডেল টাউন, খাগান বিরুলিয়া সাভার, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

ফোন: ৫৮১৫১১১৪, মোবাইল: ০১৭৮২৬১৮৬৬১, ই-মেইল: info@amic.org.bd, amic.dam@gmail.com, web: www.amic.org.bd